গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
জাহাজ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mos.gov.bd

বিষয়: শিপ সার্ভেয়ার্স (সার্টিফিকেট) বিধিমালা, ২০০৩ এর তফসিল-১ সংশোধন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মোঃ মোস্তফা কামাল সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	১৯-০৩-২০২৩ খ্রি.
সময়	:	দুপুর ১২.০০ টা
সভার স্থান	:	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ

সভাকক্ষে উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ: পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

সরাসরি এবং ভার্চুয়ালি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (জাহাজ) সৈয়দ আলী আহসান নৌপরিবহন অধিদপ্তর প্রস্তাবিত শিপ সার্ভেয়ার্স (সার্টিফিকেট) বিধিমালা ২০০৩ এর তফসিল ১ এ বর্ণিত পেশাগত যোগ্যতা সংশোধন বিষয়ক কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় এ বিষয়ে নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

২.০ **আলোচনা:**

২.১ আলোচনার শুরুতেই সভাপতি কর্তৃক শিপ সার্ভেয়ার্স (সার্টিফিকেট) বিধিমালা, ২০০৩ এর তফশিল-১ সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সভায় জাহাজ বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিপ সার্ভেয়ার্স (সার্টিফিকেট) বিধিমালার প্রস্তাবিত যোগ্যতায় শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন বিবরণ নেই, সনদ প্রাপ্তির জন্য যে বিধান থাকা উচিত তা প্রস্তাবিত বিধিমালাতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। মেরিন সেক্টরকে উন্নত করতে হলে সনদ ব্যতীত লাইসেন্স প্রদান করা সঠিক হবে না। এজন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। সভায় তিনি আরও জানান যে, ২০০৩ সালের বিধিমালাতে প্রতিটি সার্ভে শ্রেণির বিপরীতে ২ বছর অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা বাধ্যতামূলক। নৌবাহিনীর অফিসারগণকে অবশ্যই নির্ধারিত কোর্স সম্পন্ন করেই শিপ সার্ভে কাজে নিয়োজিত হতে হবে। এ বিষয়গুলো সংযোজন করে বিধিমালাটি প্রেরণের জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।

২.২ ক্যাপ্টেন জিল্লুর রহমান ভুইয়া, প্রতিনিধি, মেরিন সার্ভেয়ার্স এসোসিয়েশন, ঢাকা সভায় জানান তাদের অধিকাংশ কার্যক্রম নৌপরিবহন অধিদপ্তরের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি জানান প্রায় ৩৫ বছর যাবৎ তিনি শিপ সার্ভের কাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছেন। তিনি এ কাজে বেশ কয়েক বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তিনি প্রস্তাবিত শিপ সার্ভেয়ারস সার্টিফিকেট বিধিমালার মধ্যে আরও কিছু বিষয় সংশোধন করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জানান, শিক্ষাগত যোগ্যতা সংশোধিত বিধিতে থাকা প্রয়োজন। সংশোধিত বিধিতে পেশাগত সম্পৃক্ত বিষয় নির্দিষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি বলেন শিপ সার্ভের বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স প্রণয়ন করে যারা সার্ভে করবেন তাদের প্রশিক্ষিত করতে হবে। প্রস্তাবিত যোগ্যতায় স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যেকোনো বিষয়ে চার বছর মেয়াদী স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিপ সার্ভে বিষয়ে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বা বিদেশী কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে নূন্যতম এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়ে তিনি একমত নন মর্মে জানান। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতগণ শিপ সার্ভে কাজে জড়িত হলে আন্তর্জাতিকভাবে এ পেশার ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হতে পারে বলে তিনি মতামত প্রকাশ করেন। তাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে টেকনিক্যাল ডিগ্রিধারীগণকেই কেবলমাত্র এ পেশায় রাখা উচিত। তিনি আরও বলেন, শিপ সার্ভে কাজে যারা নিয়োজিত হবেন, প্রত্যেকের কমপক্ষে ০৬ মাসের ডিপ্লোমা কোর্স বাধ্যতামূলক রাখা উচিত, তাহলে তারা দেশের বাইরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে সক্ষম হবে। তবে সকলের জন্য শুধুমাত্র ০৬ মাসের কোর্স যথেষ্ট নয়। সাধারণ শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রিধারীগনের নূন্যতম ০২ বছরের কোর্স থাকা উচিত। তিনি সভায় আরও বলেন, বর্তমানে অনেক শিপ সার্ভেয়ার রয়েছেন, যারা জাহাজে না গিয়ে অন্য লোক দিয়ে বা সহকারীদের দিয়ে জাহাজ সার্ভে করান, ঘরে বসে সার্ভে রিপোর্টে স্বাক্ষর করেন, তাদের চিহ্নিত করে সার্ভে সনদ বাতিল করা উচিত।

চলমান পাতা-২

২.৩ সভায় উপস্থিত নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর নিজামুল হক বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিপ সার্ভেয়ার্স (সার্টিফিকেট) বিধিমালা-২০০৩ এর তফশিল-১ সংশোধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি সংশোধিত হলে অনেকেই উপকৃত হবেন। এক্ষেত্রে পেশাগত মানোন্নয়নের সাথে সাথে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। তিনি বলেন, শিপ সার্ভেয়ার ০৩ ধরনের হয়ে থাকে- ক্লাসিফিকেশন সার্ভেয়ার, ইন্সুরেন্স সার্ভেয়ার ও জেনারেল সার্ভেয়ার। তন্মধ্যে, জেনারেল সার্ভেয়াররা সভার আলোচনার বিষয় বস্তু। জেনারেল সার্ভেয়ার যারা হবেন, তাদের শিপ সার্ভে করার জন্য শুধুমাত্র লাইসেন্স প্রদান করা হবে। কিন্তু শিপ সার্ভে করার জন্য জেনারেল সার্ভেয়ারদের মধ্যে শুধুমাত্র মেরিনারগণ সুযোগ পেয়ে থাকেন, বিধিমালাটি সংশোধিত হলে মেরিনারদের বাইরে অনেকেই উপকৃত হবেন। এ কাজে বর্তমানে বয়স সীমা ৬৫ বছর পর্যন্ত নির্ধারণ করা আছে। বর্তমানে যেসকল মেরিনারগণ সার্ভের সাথে জড়িত তারা নিজেরা সার্ভে না করে অন্যদের দিয়ে সার্ভে করান, তারা বাসায় বসে স্বাক্ষর করেন। তিনি সকল সার্ভেয়ারদের জন্য নূন্যতম ০৬ মাসের কোর্স বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করেন। বিশ্বের অন্যান্য দেশে যারা শিপ সার্ভে করেন, তাদের অনেকেই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত, কাজেই আমাদের দেশে সাধারণ শিক্ষায় অনার্স/মাস্টার্স ডিগ্রিধারীগণও শিপ সার্ভে কাজে ভাল করবেন। তিনি বলেন, যারা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের কোর্স ০৬ মাসের পরিবর্তে অন্তত ০২ বছর মেয়াদী হওয়া উচিত।

২.৪ ওশান গোয়িং শিপ ওনার্স এসোসিয়েশন এর সভাপতি রিয়ার এডমিরাল জনাব আব্দুল বাতেন (অব:) অনলাইনে সংযুক্ত থেকে বলেন তিনি ক্যাপ্টেন জিল্লুর রহমান ভুঁইয়া, প্রতিনিধি, মেরিন সার্ভেয়ারস এসোসিয়েশন এর বক্তব্যের সাথে একমত। তিনি সভায় জানান, শিপ সাভেয়ার্স (সার্টিফিকেট) বিধিমালা, ২০০৩ এর বিষয়ে এতদিন কোন মতামত বা অভিযোগ ছিল না, এ বিধিমালা নিয়ে কোন সমস্যা হয়নি। তিনি শিপ সার্ভে কাজে নৌবাহিনীর কর্মকর্তাদের যোগ্যতা, পদমর্যাদা নিয়ে বলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট ও তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এ পদের জন্য কতটা যোগ্য হবেন তা ভাল করে যাচাই করে দেখতে হবে। তিনি সভায় জানান, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্টদের এ বিষয়ে তাদের একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো পড়াশোনা রয়েছে কি না তাও দেখতে হবে। তিনি প্রস্তাবিত বিধিতে সরকার অনুমোদিত যেকোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে যেকোন বিষয়ে অনার্স/মাস্টার্স ডিগ্রির বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন শিপ সার্ভে বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত কোন বিষয়ে বা এর সাথে সম্পৃক্ত কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডিগ্রিধারীগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিত। তিনি সকলের জন্য কমপক্ষে ০৬ মাসের প্রশিক্ষণ সনদ থাকার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করেন।

২.৫ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের উপসচিব (ড্রাফটিং) ভার্চুয়ালি সংযুক্ত থেকে সভায় জানান, শিপ সার্ভেয়ার্স (সার্টিফিকেট) বিধিমালা, ২০০৩ সালের পুরাতন বিধিমালার মধ্য দিয়ে না করে নতুন আইনে করা যায় কি না তা ভাবা উচিত। তিনি প্রস্তাবিত যোগ্যতার বিবরণে 'অথবা' শব্দ ব্যবহার না করে ক্রমিক নম্বর ১, ২ ও ৩ পর্যায়ক্রমে ব্যবহারের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

২.৬ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (হারবার ও মেরিন) কমডোর এম ফজলার রহমান ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত থেকে সভায় জানান, শিপ সার্ভেয়ারদের যোগ্যতা ০২ বছরের প্রশিক্ষণকাল ও কাজের অভিজ্ঞতা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের সার্ভেয়ারদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দিবে।

২.৭ সভায় ওশান গোয়িং শিপ ওনার্স এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন ওসমান গণি ভার্চুয়ালি যুক্ত থেকে জানান, যারা শিপ সার্ভে করবেন, তাদের কোর্স কারিকুলাম/সিলেবাসে সার্ভেয়ারগণ কিভাবে শিপে যাতায়াত করবেন, তা থাকতে হবে। অনেক সার্ভেয়ারগণ শিপ সার্ভে করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রকার দুর্ঘটনার শিকার হন, তাদের কোর্স কারিকুলামে শিপে কিভাবে যেতে হবে, কাজ শেষে কিভাবে বের হতে হবে তা পাঠ্য করা হলে সার্ভেয়ারগণ নিরাপদে সার্ভে কাজ সম্পাদন করতে পারবেন বলে তিনি মনে করেন।

২.৮ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর ব্যবস্থপনা পরিচালক কমডোর মোঃ জিয়াউল হক জানান, যারা শিপ সার্ভে করবে তাদের সবার জন্য ০৬ মাস অথবা ০২ বছরের কোর্স/প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হলে এ বিষয়ে সার্ভেয়ারগণ ভাল জ্ঞান অর্জন করে তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সক্ষম হবেন। তিনি শিপ সার্ভেয়ার পদে শুধুমাত্র মাস্টার মেরিনার, চীফ ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ প্রদানকে নিরুৎসাহিত করেন।

২.৯ সভায় মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন মোঃ আসাদুজ্জামান (সদস্য হারবার) ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত থেকে জানান, শিপ সার্ভেয়ার পদে বর্তমানে যারা কাজ করছেন তাদের এ কাজে পড়াশোনা, দক্ষতা কার কতটুকু রয়েছে তাও দেখা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, সংশোধিত বিধিমালা প্রণয়নে শিপ সার্ভে কাজের সাথে সম্পর্কিত পড়াশোনা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেওয়া সমীচীন।

চলমান পাতা-৩

৩.০ **সিদ্ধান্ত:** সভায় দীর্ঘ আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়-

৩.১ শিপ সার্ভেয়ার্স (সার্টিফিকেট) বিধিমালার তফসিল ১ এ বিভিন্ন শ্রেণির সার্ভের বিপরীতে পেশাগত যোগ্যতা বিষয়ক সংশোধিত প্রস্তাবে শিক্ষাগত যোগ্যতার উল্লেখ করে নৌপরিবহন অধিদপ্তর পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করবে;

৩.২ যারা সাধারণ শিক্ষায় ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক (সম্মান) বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী তাদের ক্ষেত্রে ০২ বছরের প্রশিক্ষণ এবং টেকনিক্যাল শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রিধারীদের জন্য নূন্যতম ০৬ মাস এর প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক রেখে নতুন করে সংশোধিত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;

৩.৩ সকল ক্ষেত্রেই ০২ বছরের অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক রেখে সংশোধিত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

৪.০ অবশেষে সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ১৮/০৪/২০২৩
(মোঃ মোস্তফা কামাল)
সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

নং-১৮.০০.০০০০.০২৪.২২.০২.২৩ - ৫২

তারিখ: ১৩ বৈশাখ, ১৪৩০ / ২৬ এপ্রিল, ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, ঢাকা।
৭। চেয়ারম্যান, চবক/মোবক/পাবক।
৮। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
১০। কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম।
১১। নৌপ্রধানের সচিব, নৌবাহিনী সদর দপ্তর, নৌ প্রধানের সচিবালয়, বনানী, ঢাকা।
১২। সচিব এর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৩। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ জাহাজ মালিক সমিতি, ঢাকা।
১৪। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, মেরিন সার্ভেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা।
১৫। প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১৬। অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১)/যুগ্মসচিব (জাঁহাজ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২৬.০৪.২০২৩

(সৈয়দ আলী আহসান)
উপসচিব
ফোন: ২২৩৩৮০৭৮৬
ds.ship@mos.gov.bd